



152261 - শরীরচর্চার জন্য মাছ শিকার করার হুকুম

প্রশ্ন

শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের জন্য মাছ শিকার করা কি জায়েয? উল্লেখ্য, আমরা শিকার করা মাছ নষ্ট করব না কথিবা অনর্থক কষ্ট করব না; বরং আমরা সগেলো খাব।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মৌলিকভাবে শিকারের হুকুম হল বৈধতা। কেবল ইহরামকারী ব্যক্তি কথিবা হারাম এলাকায় অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য তা বৈধ নয়। এটি স্থলভাগের পশু শিকারের হুকুম। আর মাছ শিকার ও জলভাগের শিকার ইহরামকারীর জন্যেও হারাম নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য; তোমাদের ও মুসাফরিদের ভোগের জন্য। আর স্থলরে শিকার তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দিকে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।” [মায়দা: ৯৬]

কটে যদি বৈধ নয়ি তে বৈধ পশু শিকার করে; যমেন: বক্রিরের মাধ্যমে উপার্জন করা বা খাওয়া; তাহলে আলমেদের ঐক্যমতে সটো শিকারে কোনো সমস্যা নই।

অনুরূপভাবে মাছ শিকারে যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য বৈধ হয়; যমেন: অবসর কাটানো, বনিদেন ইত্যাদি; তবে শিকার করা মাছ বক্রি করি, খেয়ে বা অন্য কোনোভাবে সে কাজে লাগায় হয়; তাহলে এতও কোনো আপত্তি নই।

দুই:

আর যদি মাছ শিকারীর শিকারকৃত মাছের বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকে; শুধু শখরে বশে কথিবা খলে-তামাশার জন্য শিকার করে; তাহলে শিকারের হুকুম বৈধতা থেকে মাকরূহ (অপছন্দীয়তায়)-এ পরিবর্তিত হবে।

‘আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া’ (২৮/১১৫)-তে এসছে: ‘যখন জানা গলে যে প্রাণী শিকারের মূল বধিান বৈধতা; সুতরাং শিকার করাকে উত্তমতার খলোফ, মাকরূহ, হারাম, মুস্তাহাব বা ওয়াজবি এমন কোনো হুকুম প্রদান করা যাবে না সবশেষে কিছু



দলীলরে ভিত্তিতে সবশিষে কিছু অবস্থা ছাড়া। সগেলো আমরা নমিনে উল্লেখ করব:

... যদি শিকারের উদ্দেশ্য থাকে খলে-তামাশা ও বনিদোদন তাহলে এটা মাকরুহ। যহেতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, “প্রাণ আছে এমন কোনো কিছুকে তোমরা লক্ষ্যবস্তু বানাবে না।” [মুসলিম: ১৯৫৭] [সমাপ্ত]

একাধিক আলমে এমন অবস্থায় শিকার করাকে সুস্পষ্টভাবে মাকরুহ বলছেন।

নাফরাওয়ারী মালকৌ রাহমাহুল্লাহ বলেন: “জবাই করার উদ্দেশ্য থাকার পরও বনিদোদনের জন্য পশু শিকার করা মাকরুহে তানযীহি (অপছন্দনীয়)।” [আল-ফাওয়াকহে আদ-দাওয়ানী (১/৩৯০)]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইময়িয়া রাহমাহুল্লাহ বলেন: “প্রয়োজনে শিকার করা জায়যে। আর যো শিকার শুধু বনিদোদন বা খলে-তামাশার জন্য সটো মাকরুহ। যদি এ শিকারের মাধ্যমে মানুষের ফসল ও সম্পদের ওপর সীমালঙ্ঘন করা হয় তাহলে সটো হারাম।” [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৫/৫৫০)]

শাইখ মনসুর আল-বুহুতী রাহমাহুল্লাহ বলেন: “বনিদোদনের জন্য পশু শিকার করা মাকরুহ। যহেতে সটো অনর্থক কাজ। আর যদি শিকার করতে গিয়ে মানুষের ফসল ও সম্পদের ওপর সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে জুলুম করা হয় তাহলে সটো হারাম। কারণ উদ্দষ্টি কাজের যো হুকুম উক্ত কাজের মাধ্যমেরও একই হুকুম।” [কাশাফুল ক্বনি (৬/২১৩)]

ইবনে আবদীন রাহমাহুল্লাহ বলেন: “মাজমাউল ফাতাওয়াতে রয়েছে: প্রমোদের জন্য পশু শিকার করা মাকরুহ।” [রাদ্দুল মুহতার (৫/২৯৭)]

তনি:

যদি শিকারের উদ্দেশ্য হয় বনিদোদন ও শরীরচর্চা; কিন্তু শিকারকৃত পশু খাওয়া, বক্রিকরা কথিবা উপহার দেওয়ার মাধ্যমে সটোকে কাজে লাগানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মাকরুহ হওয়ার পূর্ববোক্ত কারণ দূর হয়ে গেলে এবং ‘শিকার করা’ এর মূল হুকুম বধৈতায় ফরিলে এল। কারণ এই অবস্থায় শিকার করা অনর্থক কাজ নয়। এর মধ্যে সম্পদ নষ্ট করা নহে কথিবা পশুকে কষ্ট দেওয়া নহে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম রাহমাহুল্লাহ বলেন: “শরয়িতে অনর্থক পশু মারার বধৈতা নহে। যমেন: যারা গাড়িতে বসে পশু শিকার করে; শিকারকৃত পশু নজি খাওয়া বা অন্যকে খাওয়ানোর কোনো উদ্দেশ্য তাদের নহে। হাদীসে আছে: “কটে যদি অন্যায়ভাবে একটা চড়ুই পাখিকে হত্যা করে সটোর ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।” [ফাতাওয়া ওয়া-রাসাইলু মুহাম্মাদ ইবন ইব্রাহীম আলুশ শাইখ (১২/২৩১)]

শাইখ বনি বায রাহমাহুল্লাহ বলেন: “যদি খাওয়া বা বক্রিকরার মত কোন শরয়ী কল্যাণে শিকার করে; যমেন হাউবারা, হরণি,



খরগোশ বা অন্য কোন বধৈ প্ৰাণী খাওয়া বা বক্ৰিকৰাৰ জন্ম শকাৰ কৰে তাহলে কোন সমস্যা নহৈ। কিন্তু যদি হত্যা কৰাৰ জন্ম বা ফলে ৰাখাৰ জন্ম শকাৰ কৰে তাহলে সটো অনুচতি। এৰ সৰ্বনমিন অবস্থা হলো চূড়ান্ত মাত্ৰায় মাকৰূহ হওয়া। তাই খাওয়ার উপযুক্ত কোনো প্ৰাণী তখনই শকাৰ কৰবে যখন এতে কোন কল্যাণ থাকবে। হয় সটো নজি খাবে নতুবা দরদিদরেককে খাওয়াবে ও সটো উপহার দবি কত্ৰি বক্ৰিকৰবে। কিন্তু বনিদেনৰে জন্ম হলো জায়যে নহৈ। কোন মুমনিৰে এ বনিদেন কৰা উচতি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বৰ্ণতি আছে যে, তিনি খাওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে পশু শকাৰ কৰতে নষিধে কৰছেন। অৰ্থাৎ পশু খাওয়া ও এৰ থেকে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া।”[শাইখ ইবনে বাযৰে ওয়বেসাইট থেকে গৃহীত]

সারকথা হলো:

প্ৰশ্ননে উল্লেখতি অবস্থায় শকাৰ কৰা মুবাহ তথা বধৈ। এতে কোনো সমস্যা নহৈ। যহেতে শকাৰকৃত পশু খাওয়া, বক্ৰিকৰা বা অনুরূপ কিছু কৰাৰ মাধ্যমে এৰ থেকে উপকৃত হওয়া যাচ্ছে।

আল্লাহই সৰ্বজ্ঞ।